আধার-আধেয়তা থাকলেও দুইটি হাতের বা দুটি টেবিলের সংযোগে আবার আধেয়তা থাকে না। ন্যায় মতে সমবায় ও সংযোগ দুই-ই প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

প্রশ্ন :—অন্নংভট্ট প্রদত্ত সমবায়ের লক্ষণটি বিশ্লেষণ কর। এই লক্ষণকে সর্বাংশে দোষমুক্ত বলা যায় কি? সমবায়ের অন্য কোন নির্দোষ লক্ষণ থাকলে তার উল্লেখ কর। ন্যায়দর্শনে সমবায় পদার্থ স্বীকারের যৌক্তিকতা আলোচনা কর। সমবায় পদার্থের সহিত সংযোগ নামক গুণের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। সমবায় স্থলে বৈশিষ্ট্য স্বীকার করা যায় কিনা আলোচনা কর।

৯। অভাব :

ন্যায়দর্শনে পদার্থগুলি সাধারণতঃ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত—সদর্থক বা ভাবাত্মক বা ভাবপদার্থ, এবং নঞর্থক বা অভাবাত্মক বা অভাব পদার্থ। অভাব ন্যায়বৈশেষিক-দর্শনে সপ্তম পদার্থ রূপে স্বীকৃত। মহর্ষি কণাদ প্রথমে অভাব পদার্থ স্বীকার করেনি, কিন্তু গ্রন্থমধ্যে অভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এজন্য প্রশস্তপাদাচার্য অভাবকে সপ্তম পদার্থ-রূপেই উল্লেখ করেছেন। সাংখ্য, মীমাংসা ও বেদান্তদর্শনে অভাব অতিরিক্ত পদার্থ নয়, উহা অভাবের অধিকরণস্বরূপ। কোন কোন মীমাংসকের মতে অভাব জ্ঞানস্বরূপ, কারো কারো মতে উহা কালস্বরূপ। এই মত সমর্থন করা যায় না; কারণ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে পদার্থের জ্ঞান হয়, সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সেই পদার্থের অভাবের জ্ঞান হবে ইহাই নিয়ম। যেমন—চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটের জ্ঞান হয়, ঘটাভাবের জ্ঞানও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই হবে। এইরূপ গন্ধ ও গন্ধাভাবের জ্ঞান হবে ঘ্রানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই। জলে গন্ধাভাব আছে। অভাব অধিকরণস্বরূপ হলে, গন্ধাভাব হবে জল-স্বরূপ। তাহলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা জলের প্রত্যক্ষ হওয়ার কথা, কিন্তু তা হয় না। জল দ্রব্য বলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। কোন দ্রব্য পদার্থই ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। মীমাংসা মতে আমরা অভাবকে প্রত্যক্ষ করি না, প্রত্যক্ষ করি অধিকরণকে। টেবিলে কলম নেই বললে আমরা কলমকে দেখি না, দেখি টেবিলকে—এই মত সমর্থন করা যায় না। কারণ কলমের অভাব ও টেবিল—আধার ও আধেয় সমান হতে পারে না। অতএব অভাব একটি অতিরিক্ত পদার্থ। তাছাড়া অভাব অধিকরণস্বরূপ স্বীকার

করলে অনন্ত অধিকরণে অনন্ত অভাব স্বীকার করতে হবে, তাতে মহা-গৌরব দোষ হবে। কিন্তু অনন্ত অধিকরণে অতিরিক্ত এক অভাব স্বীকার করলে লাঘব হবে। বর্তমান যুগে অভাব তো আমাদের নিত্যসঙ্গী—অর্থাভাব, বস্ত্রাভাব, খাদ্যাভাব, শ্রদ্ধাভাব, বিনয়াভাব, শিক্ষাভাব। অতএব নিত্যসঙ্গী এই অভাবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

ন্যায় মতে আমরা যেমন কোন ভাবাত্মক পদার্থকে প্রত্যক্ষ করি, তেমনি অভাবকেও প্রত্যক্ষ করি। আমাদের যেমন ভাব-পদার্থের জ্ঞান হয়, তেমনিই অভাব-পদার্থেরও জ্ঞান হয়। ঘট থাকলে যেমন আমরা নামকরণ করি, ঘট না থাকলেও তেমনি ঘটাভাব নামকরণ করা যায়। অভিধেয়ত্ব, জ্ঞেয়ত্ব, বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব প্রভৃতি পদার্থের সামান্যধর্ম। অভাব যেহেতু জ্ঞেয়ত্ব, প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্ব প্রভৃতি, ধর্মবিশিষ্ট, অতএব অভাবকে অস্বীকার করা যাবে না। বৈশেষিক মতে কোন বস্তুর অবস্থিতিই তার অভাবের সূচনা করে। আমি class-এ আছি বললেই আমি বাড়ীতে নেই, তা বোঝা যায়। অবশ্য ঘট যে জানে না, তারপক্ষে ঘটাভাবও জানা সম্ভব নয়। যে পদার্থের অভাব থাকে, তাকে ঐ অভাবের প্রতিযোগি বলে এবং অভাব যে অধিকরণে থাকে, তাকে সেই অভাবের অনুযোগি বলা হয়। ভূতলে ঘটাভাব আছে বললে ঘটাভাবের প্রতিযোগি ঘট, এবং ঘটাভাবের অনুযোগি হবে ভূতল। প্রতিযোগি অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান না থাকলে ঘটাভাবের জ্ঞান হবে না। এই জন্যেই বলা হয়—"প্রতিযোগি জ্ঞানাধীন জ্ঞানবিষয়ত্বং বা অভাবত্বম্।"

অন্নং ভট্টাচার্য অভাব পদার্থের লক্ষণ দেননি। দীনকরীতে মহাদেব ভট্ট 'ভাব ভিন্নত্ব'কেই অভাব বলেছেন। আত্মতত্ত্ববিবেকে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি 'অভাবত্বকেই' অভাবের লক্ষণ বলেছেন। 'ভাবভিন্ন-ত্বম্ অভাবত্বম' বললে অভাবের আশ্রয় নিয়েই অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়; কারণ ভিন্ন শব্দের অর্থ অন্যোন্যাভাব। অনেকের মতে অভাবত্ব একটি অখণ্ডোপাধি। বাচস্পতির মতে—"অভাব পদার্থো নাস্তীতি প্রতীতিবিষয়ো ভবতি।" জয়ন্তভট্টের মতে—"নাস্তীতি প্রতীতি-গম্যত্বম্ অভাবত্বম্।" অর্থাৎ নিষেধার্থক নঞাদি শব্দ দ্বারা যার প্রতীতি হয়, তাকেই অভাব পদার্থ বলে। বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদের সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে অভাবের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন—"দ্রব্যাদি ষট্‌কান্যোন্যাভাববত্ত্বম।" অন্যোন্যাভাব শব্দের অর্থ ভেদ; অতএব যাতে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের ভেদ আছে, তারই নাম অভাব।

অন্নংভট্ট অভাবের শ্রেণী বিভাগ প্রসঙ্গে বলেছেন—"অভাবশ্চতুর্বিধ—প্রাগভাবঃ, প্রধ্বংসাভাবঃ, অত্যন্তাভাবঃ, অন্যোন্যাভাবশ্চেতি। নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় উক্ত চারিপ্রকার অভাবের কথাই বলেছেন। কিন্তু ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে জয়ন্তভট্ট ছয়প্রকার অভাবের কথা বলেছেন। অন্নংভট্ট প্রচলিত রীতি অনুসারে অভাবের শ্রেণীবিন্যাস না করেই 'অভাবশ্চতুর্বিধম্' বলেছেন। অভাব প্রধানতঃ দু'প্রকার (১) সংসর্গাভাব ও (২) অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাবের আর কোন অবান্তর ভেদ নেই। সংসর্গাভাব তিনভাগে বিভক্ত—(১) প্রাগভাব, (২) প্রধ্বংসাভাব বা ধ্বংসাভাব এবং (৩) অত্যন্তাভাব।

প্রাগভাবের লক্ষণে অন্নংভট্ট বলেছেন—"অনাদিঃ সান্তঃ প্রাগভাবঃ উৎপত্তেঃ কার্যস্য।" অর্থাৎ কার্যবস্তুটি উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে বস্তুটির যে অভাব থাকে, কিন্তু বস্তুটি উৎপন্ন হলে সে অভাব আর থাকে না—তাকে প্রাগভাব বলা হয়। 'অনাদি' পদের অর্থ উৎপত্তিরহিত, 'সান্ত' শব্দের অর্থ বিনাশশীল। ঘটাদির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, কিন্তু ঘটত্বাদির উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। ঘটাদি উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঘটের যে অভাব, তার আদি না থাকলেও অন্ত আছে; কিন্তু ঘট উৎপন্ন হলে আর ঘটাভাব থাকে না। ঘটাদি উৎপত্তিশীল বস্তুতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'অনাদিঃ' এবং আকাশাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'সান্তঃ' পদ ব্যবহার করেছেন। তথাপি 'অনাদিঃ সান্তঃ' লক্ষণটি নির্দোষ নয়; কারণ, মিথ্যাজ্ঞান অনাদি ও সান্ত, অতএব মিথ্যাজ্ঞানে প্রাগভাবেয় অতিব্যাপ্তি হবে। এইজন্য লক্ষণে অভাব পদ যোজনা করে 'অনাদিঃ সান্তঃ অভাবঃ প্রাগভাবঃ' বলা যুক্তিসঙ্গত। এইভাবে লক্ষণ করলে আর মিথ্যাজ্ঞানে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকবে না। মিথ্যাজ্ঞান অনাদি ও সান্ত হলেও অভাব নয়। এইজন্যই ভাষা পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ প্রদত্ত লক্ষণটি—"বিনাশ্যভাবত্বং প্রাগভাবত্বম্"। ঘটোৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকায় ঘটাভাব, বাড়ী তৈরী হওয়ার পূর্বে ইষ্টকে গৃহাভাব, বস্ত্র তৈরীর পূর্বে তন্তুতে বস্ত্রাভাব ইত্যাদি প্রাগভাবের দৃষ্টান্ত। এক্ষণে সৎকার্যবাদী যদি প্রশ্ন করেন যে—অসৎকার্যের উৎপত্তি হলে তিল থেকে তেল হয়, কিন্তু বালি থেকে তেল হয় না কেন? এর উত্তরে বৈশেষিক বলেন যে—উভয়স্থলেই তৈলাভাব আছে ঠিকই, কিন্তু তাদের স্বরূপ একপ্রকার নয়। তিলে তৈলাভাব প্রাগভাবের দৃষ্টান্ত; কিন্তু বালিতে যে তৈলাভাব, তা অত্যন্তাভাব নামে প্রসিদ্ধ। এই

ভেদ প্রতীতির জন্যই তিলে তৈল হয়, কিন্তু বালিতে তেল কখনো হয় না।

প্রাগভাবই নৈয়ায়িকের অসৎকার্যবাদের ভিত্তি। কারণ সামগ্রী থেকেই অসৎকার্যবাদের সৃষ্টি হয়। কার্যমাত্রেরই উৎপত্তির পূর্বে সমবায়ি-কারণে তার প্রাগভাব থাকে। অতএব প্রাগভাব অবশ্যই স্বীকার্য। পরন্তু প্রাগভাব স্বীকার না করলে বস্তুর পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি স্বীকার করতে হবে; কিন্তু ক্ষণভঙ্গবাদী না হওয়ায় নৈয়ায়িকের তা স্বীকার করা সম্ভব নয়। ঘট উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে ঘট উৎপন্ন হবে—এই ব্যবহারই প্রাগভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

"সাদিরনন্তঃ প্রধ্বংসঃ উৎপত্ত্যনন্তরং কার্যস্য।"

অর্থাৎ সাদি অথচ অনন্ত যে অভাব, তাকেই প্রধ্বংসাভাব বলে। কোন বস্তু উৎপন্ন হওয়ার পরে তা ধ্বংস হলে, তার অভাবই প্রধ্বংসাভাব। মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত ঘট ভেঙে গেলে, ঘট বস্তুটি ধ্বংস হলো। ধ্বস্ত ঘটের টুকরোগুলিতে আর ঘট দেখতে পাওয়া যাবে না। এই অভাবের আদি বা উৎপত্তি আছে, কিন্তু বিনাশ নেই। ঘটাদি পদার্থে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'অনন্ত' পদটি যোজনা করেছেন এবং আকাশাদি উৎপত্তিহীন পদার্থে অতিব্যাপ্তি নিষেধ করতে লক্ষণে 'সাদি' পদটির প্রয়োগ করেছেন। প্রধ্বংসাভাব অবিনাশী-এর উৎপত্তি আছে কিন্তু বিনাশ নেই। কারণ, ধ্বংসের আর ধ্বংস হয় না। আমরা অহরহ উৎপত্তিশীল বস্তুর ধ্বংস দেখতে পাই। উৎপত্তিশীল বস্তুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।' বিনষ্ট দ্রব্যের পুনরুৎপত্তি হয় না। যে ঘটের ধ্বংস হয়, সে ঘটের আর উৎপত্তি হয় না। যে সকল কারণের উপস্থিতিতে তার উৎপত্তি হয়েছিল, সেই কাল, সেই অদৃষ্ট আর কখনো আসবে না। ধ্বংসের আর ধ্বংস হয় না বলে ধ্বংসাভাব অনন্ত। ঘট ধ্বংস হয়েছে—এই ব্যবহারই ধ্বংসাভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

প্রাগভাব অনাদি, কিন্তু প্রধ্বংসাভাব সাদি। প্রাগভাব প্রতিযোগির জনক, কিন্তু প্রধ্বংসাভাব প্রতিযোগিজন্য। সূত্রে বস্ত্রের প্রাগভাব বস্ত্রোৎপত্তির কারণ, কিন্তু বস্ত্রধ্বংসের প্রতি ধ্বংসই কারণ হয়। প্রাগভাবের উৎপত্তি নেই—বিনাশ আছে; প্রধ্বংসাভাবের উৎপত্তি আছে—বিনাশ নেই। প্রাগভাব অজন্য হয়েও বিনাশী, প্রধ্বংসাভাব জন্য হয়ে অবিনাশী। ভাষা-পরিচ্ছেদে 'অনাদি' বিশেষণের দ্বারা প্রধ্বংসাভাব লক্ষিত হয়েছে।

সংসর্গাভাবই অত্যন্তাভাব নামে পরিচিত। এইপ্রকার অভাবের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট বলেছেন—"ত্রৈকালিক সংসর্গাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকঃ অত্যন্তাভাবঃ।" যে অভাব ত্রৈকালিক অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই তিনকালে সকল সময়েই বর্তমান থাকে বলে এইপ্রকার অভাবকে অত্যন্তাভাব বলে। যেমন—বায়ুতে রূপাভাব। ন্যায়কন্দলী প্রণেতা শ্রীধরভট্টের মতে অলীকের অভাবই অত্যন্তাভাব। অত্যন্তাভাবের উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই। মহর্ষি অলীকের অভাব স্বীকার করেন না; কারণ যা অলীক, যেমন—আকাশ-কুসুম, তার অভাবও অলীক অর্থাৎ অসম্ভব। অন্যোন্যাভাবে অতিব্যাপ্তি নিষেধের জন্য লক্ষণে 'সংসর্গাবচ্ছিন্ন' বিশেষণটি প্রযুক্ত হয়েছে এবং প্রধ্বংস ও প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তি নিষেধের জন্য লক্ষণে 'ত্রৈকালিক' পদটি গ্রহণ করেছেন। প্রাগভাব ত্রৈকালিক নয়, প্রধ্বংসাভাবও বর্তমান ও ভবিষ্যতে থাকলেও অতীতে ছিল না। অতএব এই দুই অভাব ত্রৈকালিক নয়। কিন্তু অত্যন্তাভাবের অভাব কোনকালেই থাকে না বায়ুতে রূপের অভাব অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ- সর্বকালেই বর্তমান। প্রধ্বংসাভাব ধ্বস্তঃ বা নষ্টঃ (ঘটো ধ্বস্তঃ) প্রাগভাব ভবিষ্যতি (ঘটো ভবিষ্যতি) ইত্যাদি ব্যবহারের হেতু হয়; কিন্তু অত্যন্তাভাব 'নাস্তি' 'ন' (বায়ৌ রূপং নাস্তি) ইত্যাদি ব্যবহারের হেতু হয়।

সংসর্গাভাব ভিন্ন অভাবই অন্যোন্যাভাব। অন্যোন্যাভাবের লক্ষণে অন্নংভট্ট বলেছেন—"তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঃ অন্যোন্যাভাবঃ।" অর্থাৎ যে অভাবে প্রতিযোগি সংসর্গাবচ্ছিন্ন না হয়ে তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, সেই অভাবই অন্যোন্যাভাব নামে প্রসিদ্ধ। 'ঘটো নঃ পটঃ' এইরূপ ঘটাধিকরণে পটরূপ প্রতিযোগিকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধটি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। যে অধিকরণে যে বস্তুর অভাবের জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণকে অভাবের অনুযোগি বলে আর আধেয় বস্তুটিকে বলে প্রতিযোগি। 'ঘটো ন পটঃ'—এই জ্ঞানে ঘট অনুযোগি, পট প্রতিযোগি। আবার যদি বলা হয়—'পটো ন ঘটঃ' তাহলে পট অনুযোগি এবং ঘট প্রতিযোগি অর্থাৎ পটানুযোগিক ও ঘট প্রতিযোগিক অভাব। ঘট ও পটের অন্যোন্যাপ্রতিযোগিত্ব ও অন্যোন্যানুযোগিত্ব থাকায় এই অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলা হয়। সহজ কথায় বলা যাবে যে—দু'টি বস্তুর পারস্পরিক ভেদকেই অন্যোন্যাভাব বলা যাবে। টেবিল চেয়ার নয়, ক খ নয় অর্থাৎ টেবিলে চেয়ারের অভাব,

ক-এ খ-এর অভাব, আবার চেয়ারে টেবিলের অভাব, খ-এ ক-এর অভাব। অর্থাৎ দু'টি বস্তুর পরস্পর তাদাত্ম্যের অভাবই অন্যোন্যাভাব। লক্ষণে 'তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন' বিশেষণ প্রযুক্ত হওয়ায় অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি নিষেধ হয়েছে। যে সম্বন্ধের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য নেই, তাকে তাদাত্ম্য বলা হয়। সংযোগ-সমবায়াদি সম্বন্ধ তাদাত্ম্য নয়; সুতরাং সংযোগ-সমবায়াদিতে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিষিদ্ধ হয়েছে।

প্রশ্ন :—অভাবকে পৃথক পদার্থরূপে স্বীকারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ন্যায়দর্শনে কিভাবে অভাবের লক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তা আলোচনা কর। অন্নংভট্টের অনুসরণে অভাবের শ্রেণীবিভাগ কর। প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের পার্থক্য উল্লেখ কর। প্রাগভাব, অন্যোন্যাভাব ও প্রধ্বংসাভাবের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

১০। দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ :

ন্যায়বৈশেষিক মতে দ্রব্য নয়প্রকার—"তত্র দ্রব্যাণি পৃথিব্যপ্‌তেজো বায়্বাকাশকালদিগাত্ম মনাংসি নবৈব।" মহর্ষিও বলেছেন—"পৃথিব্যা[illegible] স্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।" অতএব পৃথি[illegible] জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মনভেদে দ্রব্য ন[illegible] সূত্রে নবৈব পদটি গ্রহণের তাৎপর্য হলো, ন্যায় মতে দ্রব্য নয়টিই—তা[illegible] বা বেশী নয়।

(ক) পৃথিবী—এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে যে দ্রব্যটি গন্ধগুণের অর্থাৎ গন্ধের সমবায়ী কারণ, তার নাম পৃথিবী। এজন্য পৃথি[illegible] অন্নংভট্ট বলেছেন—"তত্র গন্ধবতী পৃথিবী।" গন্ধ পৃথিবীর বি[illegible] পাষাণে আপাততঃ গন্ধ অনুভূত হয় না বলে লক্ষণটি অব্যাপ্তি দো[illegible] যাবে না। উদ্ভূত ও অনুদ্ভূত ভেদে গন্ধ দু'প্রকার। উদ্ভূতগন্ধ [illegible] কিন্তু অনুদ্ভূতগন্ধ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। পাষাণভস্মে গন্ধ অনুভূত হ[illegible] পাষাণে গন্ধ ছিল নিশ্চয়ই; কারণ উপাদানে গন্ধ না থাকলে [illegible] গন্ধ অনুভূত হতো না। পাষাণেও গন্ধ আছে; কারণ পাষাণ[illegible]

জলে গন্ধের প্রতীতি হয় বলে জলও পৃথিবীর অন্তর্ভু[illegible] আশংকা করে লক্ষণটিকে অতিব্যাপ্তি দোষাক্রান্ত মনে করা [illegible] বিশুদ্ধ জলে কোনরূপ গন্ধ থাকে না। জলে যে গন্ধ অনুভূ[illegible]